International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.89-96
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.89-96

সুরমা বরাকের প্রবাদে মানুষের সামাজিক স্বরূপ

ড. সামস উদ্দিন বড়ভূইয়া

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাথারকান্দি কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত

Abstract:

In literature there are so many Branches of Knowledge which reside throughout the life of human beings. Having the multi-purpose branches of literature Proverb is one of them. Proverbs are short, well known expressions that offer wisdom or advice. They can be particularly helpful for students as well as general human beings as they often encapsulate important life lessons and values. It is a simple way of expressing a well-known truth or adage based on common sense or experience. They are usually considered to be imbued with ancestral wisdom, passed down from generation to generation until they become part of a Society's oral tradition. Proverbs also known sayings, can be the best way to convey your thoughts and observations, culture and every language has their popular proverbs. Using proverbs in your conversation can be fun, you only need to be careful to use it at the right place and of the right time. Proverb can also be used to encourage and motivate us to live a life of faith and to trust in God. In this writing we can have a small visit in the field of Literature of Surma Barak Velley. Our Surma Barak Velley is also famous for enough people spoken provers will still have significance place in the minds of the valley people. So, it's a a re-evolution of Language and literature of Surma Barak Velley with proverbs.

সাহিত্য তার বিভিন্ন শাখা নিয়ে বিস্তার লাভ করে আছে। প্রতিটি শাখা তার পরিধি বিস্তার লাভ করে আছে নিজ নিজ পরিসর। প্রবাদ হলো লোকসাহিত্যের অন্তর্গতর্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সাহিত্যের ভান্ডারকে সাধারণভাবে দটুি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। একটি লিখিত সাহিত্য ও অন্যটি মৌখিক সাহিত্য। এই মৌখিক সাহিত্য লোক সমাজের সৃষ্টি বলে এগুলোকে লোকসাহিত্য বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। মৌখিক তথা লৌকিক সাহিত্যও যে সমগ্র ভারতীয় লোকসাহিত্যের ইতিহাস এর উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী লোকসাহিত্য গবেষক ও সাহিত্যরসিক মাত্রই তা স্বীকার করতে বাধ্য। লোকসাহিত্য একান্তভাবে অশিক্ষিত গ্রাম্য মানষুের উপভোগ্য বিষয়। লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ অবদান আছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা অস্বীকার করেন নাই শিক্ষিত জন। বাংলা লোকসাহিত্যের অবহেলিত অঙ্গনে বহু শিক্ষিত জনের উল্লেখযোগ্য সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। লোকসাহিত্যের এই অবহেলিত প্রেক্ষাপটে যাদের আগমন ঘটে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লোক সাহিত্যের আলোচনায় বিখ্যাত লোক সংস্কৃতিবিদ মাজহারুল ইসলাম বলেছেন- 'যে সাহিত্য সুপ্রাচীন কাল থেকে মানষে র মখে মখে প্রচলিত হয়ে এসেছে, এখনো প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সেগুলোই লোকসাহিত্য'[১]।

প্রবাদের দটি অর্থ আছে একটি আক্ষরিক অর্থ 'literary meaning' ও অপরটি ব্যঞ্জনার্থ 'inear meaning'। আক্ষরিক বা বাহ্য অর্থে প্রবাদের প্রয়োগ নেই; ব্যঞ্জনার্থে প্রবাদের ব্যবহার হয়। লোকসাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখার 'প্রবাদ' বিষয়কে নিয়ে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক প্রবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে কিছু সংখ্যক ভাষাতাত্ত্বিকদের বিখ্যাত প্রবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি আমাদের আলোচনায়।

প্রবাদের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও অর্থবহ সংজ্ঞা দিয়েছেন স্পেনের বিখ্যাত লোকবিদ Cervanter -"A proverb is a short sentence said an long experience"[২]. ব্যক্তি, পরিবার, দেশ, সমাজ,জগৎ, সংসার, পরিবেশ, কাল, সৃষ্টি সম্পর্কে মানষু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা সংহত আকারে একটি বাদ্য বিশেষ রীতিতে প্রকাশ করলে প্রবাদ হয়। ফরাসী পন্ডিত বলেছেন, - 'Proverb are crystalized forms of human experience'.

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রবাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন -'প্রবাদ গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি'। ড. বরুন কুমার চক্রবর্তী তার সংজ্ঞা দিয়েছেন,-'অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের লালিত ভান্ডার'। মোহাম্মদ আসদ্দর আলী প্রবাদের বৈশিষ্ট্য গুলোর আলোকে এভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন,-'বাস্তব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা নির্যাস হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং কোন না কোন অর্থদ্যোতনায় সাক্ষরবাহী যেসব সত্যাশ্রয়ী সংক্ষিপ্ত কথা গভীর ব্যঞ্জনা সহকারে কালান্তরে ও মানব সমাজের ভেতর জীবন্ত অবস্থায় চালুথাকতে পারে, সাধারণত সেসব কথাকেই প্রবাদ প্রবচন নামে অভিহিত করা যায়'[৩]।

প্রবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। প্রবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি -'দেখা যায় মানসিকতার বা মননশীলতার দিক দিয়ে যে সকল জাতি খুব বেশি দরূ অগ্রসর হইতে পারে নাই তাহাদের মধ্যে প্রবাদের প্রচলন নাই ;কিংবা থাকিলেও তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিতকর'[৪]। এই প্রবাদ সকল ঠিক কখন জন্ম লাভ করেছে সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু
জানা জানা গেলেও মিশরের 'বকু অফ দ্যা ডেড' গ্রন্থে খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০০ অব্দে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আর গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল হলেন প্রাচীন প্রবাদ প্রবচন সংগ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম।

প্রবাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিখ্যাত লোকসংস্কৃতি বিদ ডক্টর মাজহারুল ইসলাম বলেছেন-'দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে, সমাজে বসবাসকারী মানষে র আচার-আচরণ থেকে, নৈসর্গিকর্গি পরিবর্তনের প্রভাব থেকে, বস্তু ও ব্যক্তির সম্পর্ক থেকে, রোগের কারণ ও ঔষধে বা নিয়মাচরণের ফলে আরোগ্য থেকে, পশু - পাখির জীবনধারা থেকে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সঞ্চয় করে যদি কোন ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে বিশেষ কোন বিষয়ে ছন্দের মাধ্যমে একটি বাক্য বা একজোড়া বাক্য মখে মখে ই গড়ে তুলে এবং তার সেই রচনা বা সৃষ্টি যদি সমাজের অথবা ধীরে ধীরে সেই ভাষার জনগণ দ্বারা সত্য ও আপন বলে গৃহীত হয, তবে সেই বাক্যটি বা জোড়া বাক্য প্রবাদ বলে গণ্য
হয়'[৫]।

প্রবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অতুলনীয়। কোন একটি জনগোষ্ঠীর প্রবাদ চর্চার মাধ্যমে সে জাতি জনগোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণরূর্ণ পে অবহিত হওয়া যায়। প্রবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে অনেক সাহিত্যিক মন্তব্য করেছেন তা থেকে দুতিনটি মন্তব্য এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টাই করছি। ইতিহাসের পুনঃনির্মার্মণের জন্য নতুন যে চিন্তা প্রস্থানের জন্ম হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য নিয়েও উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বাংলা প্রবাদ চর্চার সার্থক পথিকৃৎ রেভারেণ্ড লঙ সাহেবের একটি উক্তি এখানে তুলে ধরেছি,-" The Eastern people especially the Hindus are anti- historic. We have therefore few historical documents and have to explore the dim recesses of the past by the dim lights of the ruins, coins, inscriptions, which perish by time. What an auxiliary, then are proverbs by, which give historic not marely of Kings and conquers, but of the people in there innermost thoughts, in the domestic hearths for instance, I have on the Bengali proverbs numerous reference to old customs, old temples, historical characters, which have long since passed away unrecorded either in MSS or books…, we gain a glimpse in to pre-history time and proverbs may be the fossils to utilize the reconstruction of the long -buriried past they give as the facts instead of fencies"৬.

রেভারেন্ট লঙ সাহেবের মন্তব্য থেকে সহজেই বলতে পারি ইতিহাসের পুনর্নির্মার্মণের জন্য নতুন ঐতিহাসিক উপাদান খুঁজতে হলে প্রবাদ- প্রবচন সহ লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদান সমহূ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে মানস মজুমদাররের মন্তব্যটি প্রতিধানযোগ্য। তার মতে,- ‘সমাজতাত্ত্বিকের কাছে প্রবাদ -প্রবচনের মলূয অপরিসীম। সমাজতাত্ত্বিক এগুলিতে সমাজের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। খুঁজে পান বহুবিধ অন্যায়- অবিচার, অত্যাচার -উৎপীড়ন, বঞ্চনা- বেদনা, ক্ষোভ- অসন্তোষ, অসঙ্গতি, শ্লেষ ও ধিক্কারের চিহ্ন’[৭]।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলার প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য ,- ‘জাতির প্রবাদ সংগ্রহ দ্বারা আধুনিক সাহিত্য রসিকের প্রয়োজন অপেক্ষা সমাজতত্ত্ববিদ ও নতৃ ত্ত্ববিদ প্রয়োজন অধিক,ভাষাতত্ত্ববিদেরও ইহাতে প্রয়োজন অল্প নহে। প্রবাদে সমাজ জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা যেমন বাস্তব তেমনি প্রত্যক্ষ। প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্যের মধ্যে ইহাই একমাত্র বিষয় যার মধ্যে ভাববিলাসিতার জন্য অবকাশ নাই’[৮]।

প্রবাদ চর্চার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সমাজ জীবনে প্রবাদের প্রভাব প্রসঙ্গে শশি মোহন চক্রবর্তীর মন্তব্য অনেক প্রাসঙ্গিক -‘আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা হতেই প্রবাদের উৎপত্তি। এক একটি প্রবাদ অনেকখানি অভিজ্ঞতার নির্যাস। একের অভিজ্ঞতায় ইহার জন্ম বহুর ব্যবহারে এইহার জীবন’[৯]।

বাঙালি জাতির ইতিহাস চর্চার মলেূ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। যে জাতি তার যত বেশি অতীত ইতিহাস জানে ততবেশি আজকে উন্নত লাভ করেছেন। বিদেশি জাতি আমাদের অতীত ইতিহাসকে নষ্ট করে দিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে নিচ্ছে। তারা আমাদেরকে একেবারে মগজ ধোলাই করে দিচ্ছে। বাঙালি জাতি তার অতীত ইতিহাস কে জানতে হলে প্রথমে শিকড়ে পৌছাতে হবে। এই সংকটময় সময়ে অতীত ইতিহাসের খোঁজ পেতে নিজের অতীত ঐতিহ্য তুলে ধরতে আমরা যখন হিমশিম অবস্থায় পড়ি তখনই প্রবাদ প্রবচনের সুবিশাল ভান্ডার আমাদের আসার আলো দেখিয়ে দিয়েছে। প্রবাদ সম্পর্কে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এরকম মন্তব্য করেছেন-‘দেখা যায় মানসিকতার দিক বা মননশীলতার দিক দিয়ে যে সকল জাতি

খুব বেশি দরূ অগ্রসর হইতে পারে নাই তাদের মধ্যে প্রবাদের প্রচলন নাই; কিংবা থাকিলেও তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিতকর।' তিনি আরো বলেছেন -'প্রবাদ রচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য জাতির মননশীলতা একটি নির্দিষ্ট মানে (standard) উন্নতি হওয়া আবশ্যক। আদিম সমাজ (primitive society) উপজাতির সমাজ (tribal society) কিংবা লোকসমাজের নিম্নতম স্তরে প্রবাদ উদ্ভব লাভ করিতে পারে না'[১০]।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য থেকে বলতে পারি অসভ্য জাতি ও সমাজ থেকে প্রবাদ সৃষ্টি হয় না। প্রবাদ সৃষ্টি হয় সভ্য জাতি ও সমাজ থেকে। আমাদের বাংলা প্রবাদের উৎপত্তি যেহেতু অতীত কালের তাই আমরা বলতে পারি যে বাঙালিরা একটি ঐতিহ্য সম্পন্ন জাতি, এবং এই ঐতিহ্য সুদীর্ঘকালের সভ্যতার নির্যাস বিশেষ। বাংলা প্রবাদের আজকের সেই সুবিশাল ভান্ডারইবাঙালির ঐতিহ্যের ও সভ্যতার সুবিস্তৃতির সাক্ষ্য বহণ করে। প্রবাদের সুবিশাল ভান্ডার তার পরিধি অপরিসীম। আজ পর্যন্ত অনেক সাহিত্যিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক,গবেষক এবং সমাজের আপামরু জনগণ এই প্রবাদের ভান্ডারকে পূর্ণ করে দেখেছেন সেখান থেকে কতটুকু আলোচনা করা সম্ভব তা বলা খুবই শক্ত। আমরা শুধুমাত্র যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকে কিছুকিছুপ্রবাদের উল্লেখ করে সেই প্রবাদের সৃষ্টির গুরুত্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান উল্লেখ করার চেষ্টা করব মাত্র। আমাদের আলোচনা সিন্দরুমধ্যে বিন্দরু সমতুল্য।

দেশের মাটির ও মানষে র সঙ্গে প্রবাদের নিবিড় সম্পর্ক আছে। এতে এই দেশের নদী-নালা, খাল -বিল, গাছপালা, ফুল -ফল, পশু -পাখি, প্রভৃতি প্রকৃতি পরিবেশের চিত্র আছে তেমনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানষে র জীবনযাত্রা, সংস্কার, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

1) 'খাল কেটে কুমির আনা'।
2) 'কেউ মরে বিল ছেঁছে কেউ খায় দই'।
3) ' অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়'।
4) 'জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ'।

এই প্রবাদ গুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাই সুরমা -বরাকের মানষে র প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র এবং নদী -নালা, খাল-বিলের চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে।

1) 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট '।
2) 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'।
3) 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত '।
4) 'গায়ের যোগী ভিগ পায় না'।
5) 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল'।

এই প্রবাদ গুলিতে আমরা পাই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সঙ্গে যুক্ত মানষে র সামাজিক চিত্র। সেইগুলির বাস্তব অবস্থান সকল শ্রেণীর মানষে র অন্তরের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

1) 'চুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোয়'।
2) 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা'।

3) 'পান থেকে চুন খাবার উপায় নেই'।

এই সকল প্রবাদে আমরা দেখতে পাই মানষে র দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ- অতুচ্ছ বস্তুর প্রতি ব্যবহার। এই প্রবাদ গুলি কোন বিশেষ পেশাজীবী বা শ্রমজীবী সংসারের দ্বারা সৃষ্টি নয়। এইগুলি সমাজের সকল স্তরের জনগণের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে আছে।

1) 'রথ দেখা কলা বেচা'।
2) 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'।
3) 'য্যায রাখি না ফুল রাখি'।
4) 'ধান বাঁনতে শিবের গীত'।
5) 'ভূতের মখেু রাম নাম'।
6) 'না রাম না গঙ্গা'।

এই সকল প্রবাদগুলি সাধারণত বাঙালি হিন্দুসমাজের এবং তাদের ধর্ম জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রচলিত প্রবাদ।

1) 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়'।
2) 'জোর যার মলুকু তার'।
3) 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী'।
4) 'মিঠা কথায় চিড়া ভিজেনা'।
5) 'হক কথায় বাপ বেজার'।
6) 'কয়লা ধুলে ও ময়লা যায় না'।
7) 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'।
8) 'নিজের পায়ে কুড়াল মারা'।
9) 'ঝোপ বজেু কোপ মারা'।

আলোচ্য এ প্রবাদগুলোতে শাসক শ্রেণীর উৎপীড়ন ও নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। আবার কিছু প্রবাদে মানষে র নৈতিক অনুভূতিকে জাগ্রত করেছে।

1) 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল'।
2) 'গায়ের যোগী ভিখ পায় না'।

এই দটিু প্রবাদে মোড়ল, যোগী চরিত্র গুলি আমরা পাই সমাজে তাদের সঠিক অবস্থান কি তা সমাজ চিহ্নিত করতে পারে। প্রথম প্রবাদে দেখতে পাই এই মোড়ল সমাজে সমালোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবাদে আমরা দেখতে পাই যোগীর জীবনের কঠিন দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

1) 'চোর পালালে বদ্ধিু বাড়ে'।
2) 'যে রাঁধে সে চুল বাঁধে'।
3) 'ঘুঘুদেখেছ ফাদ দেখনি'।

এই তিনটি প্রবাদ আমরা দেখি প্রথমটি একটি সরল বাক্য। দ্বিতীয় প্রবর্তটি একটি যৌগিক বাক্য। এবং তৃতীয় প্রবাদটি দটুি করে ছোট শব্দ দিয়ে গঠিত। এই প্রবাদ গুলি সৃষ্টির মলে্ রয়েছে কোন বিশেষ অঞ্চলের বিজ্ঞ বা পৌড় জনের গভীর হৃদয়ের অন্তরের প্রজ্ঞাজ্ঞান।

1) 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'।
2) 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'।

এই দটুি প্রবাদে আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক চেতনা প্রসূত। প্রথমটিতে তুষামোদের চিত্র ফুটে উঠেছে এবং দ্বিতীয়টিতে কার সাজির প্রভাব ফুটে উঠেছে।

'বিয়ের প্রথম রাতেই বিড়াল মারতে হয়'।

এই প্রবাদে পারিবারিক জীবনের একটি বিশেষ দিকের পরোক্ষ ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েছে। বর রাগী, ক্রোদ্ধ পভৃতির লোক তাকে নিয়ে তোমার সংসার সুন্দর করে চলতে হলে আগেই বরকে মানিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। না হলে আপনার জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসার সম্ভাবনা বেশি।

'পাকা ধানে মই দেওয়া'।

কোন মানষে র বড় ধরনের ক্ষতি করে ফেলা। কৃষি বিষয়ের উপর সৃষ্টি এই প্রবাদ। এতে কৃষিভিত্তিক মানষে র জীবন যাত্রার বাস্তব লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

'গাছে তুলে মই টেনে নেওয়া'।

এই প্রবাদে আমরা দেখতে পাই সমাজের ধূর্ত ও খল চরিত্রের প্রতিফলন ফুটে উঠে। সমাজে এই ধরনের লোক থাকে যারা সরল প্রকৃতির মানষে র সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে থাকে।

'কত ধানে কত চাল'

এই প্রবাদটি একটি কুটাভাস। বর্তমান রাজনীতিতে কপটত, কুঠিলতা, কুটাভাস সবই চলে তা দেখানো হয়েছে।

প্রবাদের সঙ্গে ধাঁধা ও ছড়ার মিল আছে। কোনটি ধাঁধা, কোনটি ছড়া, কোনটি প্রবাদ অনেক সময় তা চিহ্নিত করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই আমরা বিখ্যাত লোক সাহিত্যিক মোহাম্মদ আসদ্দর আলীর মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি, -

'বস্তজ্ঞানের ভিত্তিতে মানষে র মনের যে অবস্থান থেকে ধাঁধার জন্ম লাভ, তার বহুপরে সম্প্রসারিত মনের অনেক উন্নত অবস্থান থেকেই প্রবাদ -প্রবচনগুলো জন্ম নিয়েছে। আদিম স্তরে সাধারণ বস্তজ্ঞানই হলো ধাঁধার ভিত্তি, প্রক্ষান্তরে দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফসল হলো প্রবাদ- প্রবচন'[১১]।

প্রবাদ -প্রবচনে ছন্দের ব্যবহারের কোন প্রয়োজন বা আবশ্যিক নয়। কিন্তু ছড়া ও ধাঁধার ক্ষেত্রে ছন্দের ব্যবহার আবশ্যিক হয়।

প্রবাদ: 'গাইয়ে গোয়ালে মিল থাকলে আটু পানিত খিরাইল যায়'।

ধাঁধা: 'উতুখুনি সুপরি গুভাত রান্দে উপরিগু দশে বিশে খাইয়া, তেও ভাত বইয়া যায়'।(চুনের ঘটি)। ছড়া:- গরম দিনের পরম বন্ধু, পাখা তোমার নাম, বাতাস দিয়ে ঠান্ডা কর, সোনা বন্ধুর প্রাণ'।

1) 'ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধন,
   সেই ভাই পর হয় নারীর কারণ'।
2) 'দইু বউ যার, দোয়ারো যম তার'।
3) 'ছাগিয়ে ছেনাইতে না ধরলে তিন পিছ ঘোরা লাগে'।

এই প্রবাদগুলোতে আমরা দেখতে পাই মানষের বাস্তব জীবনের চিরন্তন সত্যের মতো অভিজ্ঞতার নির্যাস ফুটে উঠেছে।

'হাতপুরর কামারর ঝি,
হরারে কইন ইগুকী'।

এই প্রবাদে আমরা দেখতে পাই সাতপুরুষের কুমার বা কুম্ভকারের মেয়ে, তারা বংশ-পরম্পরায় মত্তিকা শিল্পী, এখন তিনি মাটির পাত্রের সরা দেখে না চেনার ভান করেছেন। এই প্রবাদ থেকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি কোন সুদরূ কালে এই ঘটনা ঘটেছিল এবং এই অভিজ্ঞতা থেকেই এই প্রবাদের জন্ম। অভিজ্ঞতা হল প্রবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'যার লাগি আউটা বেড়া,
তাইন রইলা বাড়ির বারা'।

এই প্রবাদে আমরা প্রবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সরসতা দেখতে পাই। সরসতা প্রবাদের একটি প্রধান গুণ। এখানে নারীকে পরপুরুষের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস দেখতে পাই। নারীকে অন্য পরপুরুষের কুদষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য বাড়িতে আউটা বেড়া দেওয়া হয় কিন্তু সেই নারী বাড়ির বাহিরে অবস্থান করেন। খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় আলোচ্য প্রবাদে নারীর চরিত্র চিত্রিত হয়েছে।

প্রবাদের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সম্পূর্ণতা র্ণ ও সংক্ষিপ্তত। প্রবাদ সংক্ষিপ্ত হতে হয় কিন্তু অসম্পূর্ণ হলে হয় না। প্রবাদ সংক্ষিপ্ততার মধ্যেই থাকে এবং পূর্ণভা র্ণ বে প্রকাশিত হতে হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়,-'প্রবাদ একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশক'। যেমন,- 'হাদায় হাইর ঘর নায়।'

তথ্যসূত্র:

১) ইছলাম, ডক্টর মযহারুল: 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন,' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ:-২৯
২) খাঁ,ড. কৃষ্ণা: 'বাংলা লোকসাহিত্য:মলূ পাঠ নির্ণয়র্ণ ,'পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মে ২০০৪, পৃ:-১২৮
৩) আলী, মোহাম্মদ আসাদ্দর: 'সিলেটি প্রবাদ- প্রবচন,' রাগীব রাবেয়া ফাউন্ডেশন, সিলেট, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৯, পৃ:-১৯

৪) ভট্টাচার্য, আশুতোষ: 'বাংলার লোকসাহিত্য' (৬ষ্ঠ খন্ড)প্রবাদ, ক্যালকাটা বকু হাউস, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৭১, পৃ:- ২৬

৫) ইছলাম, ডক্টর মযহারুল: 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন,' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ:-৭৭

৬) চক্রবর্তী, বরুণকুমার: 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস',পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানয়ুারি ১৯৯৯, পৃ: ২৪/২৫

৭) মজুমদার, মানস: 'বাংলা লোকসাহিত্য পাঠ', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ:- ২৬

৮) ভট্টাচার্য, আশুতোষ: 'বাংলার লোকসাহিত্য' (২য় খন্ড)ছড়া,১ম প্রকাশ, ক্যালকাটা বকু হাউস, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ:- ৫১

৯) চক্রবর্তী শ্রী শশিমোহন : 'শ্রীহট্টীয় প্রবাদ- প্রবচন, 'শ্রীহট্ট সম্মিলন, কলকাত, জানয়ুারি ১৯৭০, পৃ:- ১৯

১০) ভট্টাচার্য, আশুতোষ: 'বাংলার লোকসাহিত্য' (৬ষ্ঠ খন্ড)প্রবাদ, ক্যালকাটা বকু হাউস, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৭১, পৃ:- ২৭

১১) আলী, মোহাম্মদ আসাদ্দর : 'সিলেটি প্রবাদ- প্রবচন,' রাগীব রাবেয়া ফাউন্ডেশন, সিলেট, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৯, পৃ:- ২৫

গ্রন্থপঞ্জি:

১) ডক্টর মযহারুল ইছলাম: 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন,' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

২) আশুতোষ ভট্টাচার্য: 'বাংলার লোকসাহিত্য' (৬ষ্ঠ খন্ড)প্রবাদ, ক্যালকাটা বকু হাউস, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৭১

৩) মানস মজুমদার: 'বাংলা লোকসাহিত্য পাঠ', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯

৪) মোহাম্মদ আসাদ্দর আলী: 'সিলেটি প্রবাদ- প্রবচন,' রাগীব রাবেয়া ফাউন্ডেশন, সিলেট, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৯

৫) শ্রী শশিমোহন চক্রবর্তী : 'শ্রীহট্টীয় প্রবাদ- প্রবচন,' শ্রীহট্ট সম্মিলন, কলকাত, জানয়ুারি ১৯৭০

৬) বরুণকুমার চক্রবর্তী: 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস',পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানয়ুারি ১৯৯৯

৭) ড. কৃষ্ণা খাঁ: 'বাংলা লোকসাহিত্য:মলূ পাঠ নির্ণয়র্ণ,' পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মে ২০০৪।

৮) সুশীল কুমার দে: 'বাংলা প্রবাদ', এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং লিঃ, কলকাত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯